بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ নভেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ২৬ নবুয়্যত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)'র দরবারে জ্ঞানী লোকদের, বিশেষ করে যারা পবিত্র কুরআনের জ্ঞান রাখতেন তাদের অনেক বড় পদমর্যাদা ছিল, হোক না তারা অল্পবয়স্ক যুবক বা বালক কিংবা প্রবীণ। বুখারী শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উয়ায়নাহ্ বিন হিস্ন বিন হুযায়ফাহ্ মদীনায় এসে তার ভাতিজা হুর বিন কায়েসের বাড়িতে উঠেন। হুর বিন কায়েস সেসব লোকের একজন ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) নিজের কাছে বসাতেন এছাড়া ক্বারীরাও অর্থাৎ, কুরআনের আলেম বা জ্ঞানী (তারা) প্রবীণ বা নবীন যে-ই হোন না কেন, বৈঠকে হযরত উমর (রা.)'র কাছে বসতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিতেন। উয়ায়নাহ্ তার ভাতিজাকে বলে, হে আমার ভাতিজা! এই আমীরের দৃষ্টিতে তুমি মর্যাদার অধিকারী, তাই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমার হয়ে (তুমি) অনুমতি প্রার্থনা কর। হুর বিন কায়েস বলেন, আমি আপনার জন্য তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, এরপর হুর উয়ায়নাহ্র জন্য অনুমতি চাইলে হযরত উমর (রা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। উয়ায়নাহ্ তাঁর [অর্থাৎ উমর (রা.)'র] কাছে এসে বলে, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ্র কসম! এটি কেমন কথা যে, আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত ধনসম্পদও দেন না আর আমাদের ও আমাদের সম্পদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত আচরণও করেন না। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হুর হযরত উমর (রা.)'র সমীপে নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-কে বলেছেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ২০০) অর্থাৎ, **'হে নবী! সর্বদা মার্জনার রীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের উপেক্ষা কর'**। আর এই উয়ায়নাহ্ অজ্ঞদেরই একজন। আল্লাহ্র কসম! হুর যখন তাঁর সামনে এই আয়াত পাঠ করেন তখন হযরত উমর (রা.) সেখানেই থেমে যান আর কোন কিছু বলেন নি। হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্র কিতাব, (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) শুনলে থেমে যেতেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, সূরা আল্ আ'রাফ, বাব খুযিল আফউ'... হাদীস নং: ৪৬৪২)**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত উমর (রা.)'র দরবারের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)'র দরবারে একজন ধনী ব্যক্তি আসে এবং সেখানে একজন দশ বছরের বালককে বসে থাকতে দেখে সে (তা) খুবই অপছন্দ করে, অর্থাৎ (তার মতে) এমন মহান দরবারে ছোকড়াদের কী কাজ? ঘটনাক্রমে সেই ধনী ব্যক্তির কোন কাজে হযরত উমর (রা.) অসন্তুষ্ট হয়ে জল্লাদকে ডাকেন, তখন সেই বালকই চিৎকার করে বলে, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) এরপর পাঠ করে, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ২০০) আবার বলে, **হাযা মিনাল জাহেলীন**। (একথা শুনে) হযরত উমর (রা.)'র চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে আর তিনি নীরব হয়ে যান। তখন তার ভাই, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিছু মন্তব্য করেছিল তার ভাই) বলে, দেখেলে তো! আজ এই বালকই তোমার প্রাণরক্ষা করেছে যাকে তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করছিলে। **(হাকায়েকুল ফুরকান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২২)**

হযরত উমর (রা.) কীভাবে শিশুদের তরবীয়ত বা শিক্ষদীক্ষার ব্যবস্থা করতেন- সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। ইউসুফ বিন ইয়াকূব বলেন, ইবনে শিহাব আমাকে, আমার ভাইকে এবং আমার চাচার পুত্রকে যখন আমরা অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম, বলেছিলেন, বালক হওয়ার কারণে তোমরা নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা, হযরত উমর (রা.) যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি বালকদের ডাকতেন এবং তাদের কাছ থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতেন, কেননা তিনি তাদের মেধা ও মননকে প্রখর করতে চাইতেন। **(ইবনে জওযী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব, পৃঃ ১৬৫, মিশরের আল্ আযহার ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

হযরত উমর (রা.)'র আত্মাভিমান সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। উহুদের যুদ্ধে যখন যুদ্ধের দৃশ্যপট পাল্টে যায় আর মুসলমানদের চরম ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তখন আবু সুফিয়ান তিনবার উচ্চঃস্বরে বলে, তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) রয়েছে? নবী (সা.) সাহাবীদেরকে এর উত্তর দিতে বারণ করেন। এরপর সে তিনবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, লোকদের মাঝে কি আবু কোহাফার পুত্র রয়েছে? এরপর সে তিনবার জিজ্ঞেস করে, এসব লোকের মাঝে কি খাত্তাবের পুত্র রয়েছে? এরপর সে তার সঙ্গীসাথির নিকট ফিরে গিয়ে বলে, এরা সবাই মারা গিয়েছে। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি যাদের নাম নিয়েছ তারা সবাই জীবিত আছে। এছাড়া যেসব বিষয় তোমার কাছে কষ্টের কারণ সেগুলোর মধ্যে থেকেও তোমার জন্য এখনও অনেক কিছু বাকি রয়েছে। (তখন) আবু সুফিয়ান বলে, এ যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ আর যুদ্ধ তো (কুপ থেকে পানি তোলার) বালতির মত কখনও এ পক্ষের বিজয় হয় আবার অন্যবার দ্বিতীয় পক্ষের। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ইউকরাহু মিনাত্ তানাযোয়ে ওয়াল এখতিলাফি ফীল হার্‌ব, ... হাদীস নংঃ ৩০৩৯)**

এরপর বায়তুল মালের ধনসম্পদের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে তিনি কতটা সতর্ক ছিলেন– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) দুধ পান করার পর তা তাঁর পছন্দ হয়। (অর্থাৎ,) কেউ তাঁকে গ্লাসে দুধ দিলে তিনি তা পান করেন আর পছন্দ করেন। তখন যে তাঁকে দুধ পান করিয়েছিল তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? সে তাঁকে বলে, সে এক ঝর্ণায় গিয়েছিল যার নামও সে উচ্চারণ করে; সেখানে মানুষ যাকাতের উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল, সেখানে তারা আমার জন্য দুধ দোহন করে যা আমি আমার পানির পাত্রে ঢেলে নেই। (একথা শুনে) হযরত উমর (রা.) গলায় আঙুল দিয়ে তা বমি করে ফেলে দেন। **মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু মা জায়া ফী আখাযুস্ সাদাকাতি ওয়াত্ তাশদীদে ফীহা, হাদীস নংঃ ৩১, বৈরুতের দ্বারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত)** (আর বলেন,) এটি যাকাতের সম্পদ তাই এ (দুধ) আমি পান করব না।

বারাআ বিন মা'রূরের পুত্র বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উমর (রা.) বাড়ি থেকে বের হন এবং হাঁটতে হাঁটতে এসে তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। তখন তিনি (রা.) অসুস্থ ছিলেন, তাঁর এই রোগ নিরাময়ের জন্য মধু সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়। বায়তুল মালে মধুর পাত্র ছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনারা আমাকে অনুমতি দিলে আমি মধু নিব, অন্যথায় এটি আমার জন্য হারাম তথা অবৈধ। তখন লোকেরা তাঁকে এটি নেয়ার অনুমতি প্রদান করে। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭, যিকরু এসতিখলাফি উমর, বৈরুতের দ্বারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

বায়তুল মালের সম্পত্তির সুরক্ষার প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন– এ সম্পর্কে এ ঘটনাটি পূর্বেও বর্ণনা করেছি, তথাপি সংক্ষিপ্তাকারে আবার তুলে ধরছি। একদিন দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে

পিছনে পরে যাওয়া দু'টি উটকে তিনি (রা.) নিজেই হাঁকিয়ে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন যেন এদিক সেদিক কোথাও হারিয়ে না যায়। কাকতালীয়ভাবে হযরত উসমান (রা.) দেখেন এবং বলেন, একাজ আমরা করছি আপনি ছায়ায় চলে আসুন। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমরা আরাম করে ছায়ায় বস, এটি আমার কাজ আর আমিই করব। **(উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৭, উমর বিন আল্ খাত্তাব, বৈরুতের দ্বারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সাথে প্রকাশিত)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, **"আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মুসলমানদের ধনসম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তি দিয়েছেন তথাপি তারা ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায় নি।"** তিনি (রা.) বলেছেন, **"তোমরাও যদি এসব কিছু অর্জন করে থাক তাহলে নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হবে না। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হবে না বা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে উদাসীন হবে না।"** মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **"হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি আমার কাচারি ঘরে বসেছিলাম আর এত প্রচণ্ড দাবদাহ ছিল যে, দরজা খোলারও সাহস হচ্ছিল না। এমন সময় আমার দাস বলল, দেখুন! প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বাহিরে একজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সময় অতিবাহিত হতেই সেই ব্যক্তি আমার কাচারি ঘরের কাছে পৌঁছায় আর আমি দেখি, তিনি হযরত উমর (রা.)। তাঁকে দেখেই আমি কিছুটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি আর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করি, এত গরমের মধ্যে আপনি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন? উত্তরে হযরত উমর (রা.) বলেন, বায়তুল মালের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, সেটির সন্ধানে আমি বাহিরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর লিখেন, **"আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,** عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীনঃ ২৪)। **অর্থাৎ, তারা সিংহাসনে সমাসীন থাকলেও সর্বদা নিগরানী বা তত্ত্বাবধান করা হবে (তাদের) কাজ। জাগতিক বিত্তবৈভব ও আরাম-আয়েশ তাদেরকে অলস বানাবে না। সেসব সিংহাসনে তারা ঘুমিয়ে থাকবে না বরং (সদা) সজাগ ও সতর্ক থাকবে। মানুষের অধিকার প্রদানে সযত্ন থাকবে এবং নিজেদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করতে থাকবে।"** **(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪-৩১৫)**

সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রেওয়ায়েত রয়েছে। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন, একজন ইহুদী ও মুসলমান বিবদমান অবস্থায় হযরত উমর (রা.)'র নিকট আসে। হযরত উমর (রা.)'র দৃষ্টিতে ইহুদী ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর ছিল বলে মনে হয়, তাই তিনি সে অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এরপর সেই ইহুদী বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। **(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল আকযিয়াহ্, বাবুত্ তরগীব ফীল্ কাযায়ে বিলহাক্কি, রেওয়ায়েত নাম্বার, ১৪২৫, দ্বারুল ফিক্‌র থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মিশরের এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)'র নিকট এসে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার নিকট অত্যাচার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (রা.) বলেন, তুমি উত্তম আশ্রয়স্থল অন্বেষণ করেছ। সেই ব্যক্তি বলে, আমি আমর বিন আ'স (রা.)'র পুত্রের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং আমি তার চেয়ে এগিয়ে যাই। তখন সে আমাকে চাবুক মারতে আরম্ভ করে আর বলে, আমি সম্মানীত ব্যক্তির পুত্র, আমার চেয়ে সামনে যাওয়ার সাহস তুমি কোথায় পেলে? একথা শুনে হযরত উমর (রা.) হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে পত্র লিখেন এবং তাকে তার ছেলেসহ উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত আমর বিন আ'স (রা.) উপস্থিত হলে হযরত উমর (রা.) বলেন, মিশরীয় ব্যক্তিটি কোথায়? চাবুক তুলে নাও আর আমর বিন আ'স এর এই পুত্রকে মার। সে তাকে মারতে থাকে। আর হযরত উমর (রা.) সেই মিশরীকে বলছিলেন, সম্মানী ব্যক্তির পুত্রকে মার। হযরত আনাস (রা.) বলেন, সে তাকে

প্রহার করছিল আর আমরা তার প্রহার করা পছন্দ করছিলাম। সে তাকে লাগাতার চাবুক মারতে থাকে, এক পর্যায়ে আমরা চাচ্ছিলাম যে, সে এখন তাকে ছেড়ে দিক। এরপর হযরত উমর (রা.) সেই মিশরী ব্যক্তিকে বলেন, এখন আমর বিন আ'সের মাথায় মার। তখন সেই (মিশরী) বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন তাঁর ছেলে আমাকে প্রহার করেছিল আর আমি প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে বলেন, লোকদেরকে তুমি কবে থেকে দাস বানিয়ে রেখেছ? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন হিসাবে জন্ম দিয়েছেন। তখন হযরত আমর বিন আ'স (রা.) নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন এই ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না আর এই মিশরীও আমার নিকট আসে নি। **(কনযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়েল, ষষ্ঠ খণ্ড, রেওয়ায়েত নাম্বারঃ ৩৬০০৫, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

একবার হযরত উমর (রা.)'র কাছে কিছু সম্পদ এলে তিনি তা মানুষের মাঝে বণ্টন করতে আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় লোকেরা ভিড় করলে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) লোকদেরকে বাধা দিতে দিতে অগ্রসর হন এবং হযরত উমর (রা.)'র নিকটে পৌঁছে যান। তিনি (রা.) তাঁকে চাবুক দিয়ে আঘাত করে বলেন, পৃথিবীতেই তুমি আল্লাহ্‌র বাদশাহকে ভয় পাও নি আর ভিড় ঠেলে সামনে চলে এসেছ। তাই আমি ভাবলাম, তোমাকেও বলে দেই, আল্লাহর বাদশাহ্‌ও তোমাকে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ৯৭, বৈরুতের দ্বারুল মা'রেফা থেকে প্রকাশিত}**

হযরত উমর (রা.)'র মনোবল কত দৃঢ় ছিল– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। একবার হযরত উমর (রা.) খুতবা দেয়ার সময় বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের কেউ আমার মাঝে কোন বক্রতা লক্ষ্য করলে সে যেন তা সোজা করে দেয়। একথা শুনে একজন দাঁড়িয়ে বলে, আপনার মাঝে কোন বক্রতা দেখলে সেটিকে আমরা আমাদের তরবারি দিয়ে সোজা করে দিব। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, **আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ! কেননা তিনি এই উম্মতের মাঝে এমন লোককেও জন্ম দিয়েছেন যে উমরের বক্রতাকে তরবারি দিয়ে সোজা করবে**। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ১০৬, বৈরুতের দ্বারুল মা'রেফা থেকে প্রকাশিত}**

হযরত উমর (রা.) খুতবার দেওয়ার সময় বলেন, **আমাকে তোমরা কল্যাণের আদেশ দিয়ে, মন্দ থেকে বিরত রেখে এবং উপদেশ দেয়ার মাধ্যমে সাহায্য কর**। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ১০৭, বৈরুতের দ্বারুল মা'রেফা থেকে প্রকাশিত}**

এরপর আরেক স্থানে হযরত উমর (রা.) বলেন, **সেই ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় যে আমাকে আমার দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত করবে**। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২২, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

এছাড়া হযরত উমর (রা.)'র একটি উক্তি বর্ণনা করা হয় আর সেটি হল, **আমি কোন ভুল করলে আমার ভয়ে কেউ আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে না– এটি নিয়েই আমি শংকিত**। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ১০৭, বৈরুতের দ্বারুল মা'রেফা থেকে প্রকাশিত}**

একদিন তাঁর নিকট একজন এসে জনসমক্ষে বলে, হে উমর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তার একথা শুনে কিছু লোক খুব রাগান্বিত হয় এবং তাকে চুপ করাতে চায়। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, তোমার পরিণাম শুভ হবে না! যদি তুমি (আমার) ত্রুটি না ধরিয়ে দাও। পক্ষান্তরে আমাদেরও পরিণতি শুভ হবে না যদি আমরা তা না শুনি। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ১০৭, বৈরুতের দ্বারুল মা'রেফা থেকে প্রকাশিত}** অর্থাৎ তাকে বলেন, কেবল কথার কথা বলো না বরং নির্দিষ্ট করে বল, কী বলতে চাও।

একদিন হযরত উমর (রা.) মানুষের মাঝে ভাষণ দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি কেবল এতটুকু বলেছিলেন যে, হে লোকসকল! তোমরা শোন ও আনুগত্য কর। তখনই জনৈক ব্যক্তি কথার মধ্যে বলে বসে, হে উমর (রা.) আমরা শুনবও না এবং আনুগত্যও করব না। হযরত উমর (রা.) তাকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর বান্দা! কেন? সে বলে, এর কারণ হল– বায়তুল মালের যে কাপড় বিতরণ করা হয়েছে তা দিয়ে লোকেরা কেবল কামিস বা জামা'ই বানাতে পেরেছে পুরো পোশাক বানাতে পারে নি। আপনিও নিশ্চয় ততটুকুই কাপড় পেয়ে থাকবেন তাহলে আপনার পুরো পোশাক (অর্থাৎ জামা-পায়জামা) কীভাবে হয়ে গেল? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি তোমার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক। এরপর (তিনি) তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ্‌কে ডাকেন। আব্দুল্লাহ্ (রা.) তখন বলেন, তিনি তার অংশের কাপড় তার পিতাকে দিয়ে দিয়েছেন যেন পিতার পুরো কাপড় তৈরী হয়ে যায়। একথা শুনে সবাই আশ্বস্ত হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন এখন আমরা শুনব এবং আনুগত্যও করব। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ১০৭, বৈরুতের দ্বারুল মা'রেফা থেকে প্রকাশিত}**

কতিপয় এমন অভদ্র মানুষও ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবীদের মুখ থেকে আপনারা কখনোই এ ধরণের কথা শুনবেন না। এরা সেসব লোক যারা পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছে বা এরা একেবারেই অশিষ্ট, অশিক্ষিত এবং মূর্খ ছিল। যারা জ্যেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন তাদের মাঝে এ ধরণের অভ্যাস দেখা যেতো না, তাদের মাঝে ছিল পূর্ণ আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য।

ধর্মীয় বিষয়াদিতে ইসলাম স্বাধীনতা প্রদান করে– এ বিষয়ে হযরত উমর (রা.)'র রীতি কী ছিল? আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে সেখানকার শাসক বার্তা পাঠান যে, হে আরব জাতিগোষ্ঠী! আমি আপনাদের চেয়ে অধিকতর ঘৃণ্য জাতি তথা পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যকে জিযিয়া বা কর প্রদান করতাম। আপনি যদি সম্মত থাকেন তাহলে আমি আপনাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে প্রস্তুত আছি তবে শর্ত হল, আমার অঞ্চলের যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিতে হবে। হযরত আমর বিন আ'স (রা.) খলীফার কাছে পুরো বৃত্তান্ত লিখে পাঠান। হযরত উমর (রা.)'র পক্ষ থেকে উত্তর আসে, তুমি আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকের কাছে এ প্রস্তাব রাখ যে, সে যেন জিযিয়া প্রদান করে কিন্তু যেসব যুদ্ধবন্দী তোমাদের, অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে রয়েছে তাদেরকে এ সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা দেয়া হবে যে, তারা চাইলে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে আবার চাইলে স্বজাতির ধর্মে অটল থাকতে পারে। যারা মুসলমান হয়ে যাবে তারা মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে এবং তাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের মতই হবে কিন্তু যারা স্বজাতির ধর্মে অটল থাকবে তাদের ওপর তাদের অন্যান্য স্বধর্মীয়দের অনুরূপই জিযিয়া বা কর ধার্য হবে। অতঃপর হযরত আমর বিন আ'স (রা.) সকল বন্দীকে একত্র করেন এবং তাদেরকে যুগ–খলীফার নির্দেশনা পড়ে শোনান হয় তখন অনেক যুদ্ধবন্দী মুসলমান হয়ে যায়। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১২-৫১৩, দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত)**

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি (রা.) কতটুকু সতর্ক ছিলেন– এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। একবার এক খ্রিস্টান বৃদ্ধা মহিলা তার কোন প্রয়োজনে হযরত উমর (রা.)'র কাছে আসে তখন তিনি (রা.) তাকে বলেন, মুসলমান হয়ে যাও তাহলে নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছিলেন। সেই মহিলা উত্তরে বলে, আমি বৃদ্ধা মহিলা আর মৃত্যু আমার দাড়প্রান্তে। তিনি (রা.) তার অভাব মোচন করেন কিন্তু পাশাপাশি শঙ্কিত হন যে, কোথাও আবার তাঁর (রা.) এহেন কাজ এই মহিলার অভাবের অন্যায় সুযোগ নিয়ে তাকে মুসলমান হতে বাধ্য করার নামান্তর যেন না হয়ে যায়। এজন্য তিনি তাঁর এহেন কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে

তওবা করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! আমি তাকে সোজা পথ দেখিয়েছিলাম আমি তাকে বাধ্য করি নি। অতএব, এক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ১০১, বৈরুতের দ্বারুল মা'রেফা থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত}**

আরেকটি ঘটনা রয়েছে, হযরত উমর (রা.)'র একজন খ্রিস্টান ক্রীতদাস ছিল তার নাম ছিল **'আশাক'**। তার বক্তব্য হল, আমি হযরত উমর (রা.)'র ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি (রা.) আমাকে বলেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও যেন মুসলমানদের কোন কোন বিষয়ে তোমার সাহায্য নিতে পারি, কেননা আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, একান্ত মুসলমানদের বিষয়ে এমন লোকদের দিয়ে কাজ করাই যারা অমুসলমান। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। এতে তিনি (রা.) বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, ইসলাম ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই। যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তিনি (রা.) আমাকে মুক্ত করে দেন এবং বলেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সৈয়্যদনা উমর বিন খাত্তাব (রা.) শাখসিয়্যাত আওর কারনামে (উর্দু অনুবাদ), পৃঃ ১৮৪, পাকিস্তানের মুজাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ছাড়াখানা থেকে প্রকাশিত}**

জীবজন্তুর প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার একটি ঘটনা রয়েছে। আহ্নাফ বিন কায়েস বর্ণনা করেন, আমরা উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র কাছে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মহাবিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে হাজির হই। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কোথায় অবস্থান করছেন? আমি বলি, ওমুক স্থানে। এরপর তিনি (রা.) আমার সাথে যাত্রা করেন আর আমাদের বাহন উটের আস্তাবল, অর্থাৎ সেগুলো বাঁধার স্থানে পৌঁছেন এবং প্রতিটি উটকে মনোযোগের সাথে দেখার পর বলেন, তোমরা কি তোমাদের বাহন সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর না। তোমরা কি জান না যে, এসব প্রাণীরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে; তাদেরকে উন্মুক্ত ছেড়ে দাও না কেন যেন ঘাস প্রভৃতি খেতে পারে?

{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ১৭১, বৈরুতের দ্বারুল্ মা'রেফা থেকে প্রকাশিত}

হযরত উমর (রা.) এমন একটি উট দেখেন যেটির অসহায়ত্ব ও রুগ্নতার চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) নিজের হাত উটের পিঠের একটি ক্ষতস্থানের পাশে রাখেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্র কাছে তোর সম্পর্কে না আবার জিজ্ঞাসিত হই। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, বাব যিকরু এসতিখলাফি উমর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭, বৈরুতের দ্বারুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

আসলাম থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, একবার হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার তাজা মাছ থেকে মন চাইল। ইয়ারফা {নামী হযরত উমর (রা.)'র একজন ক্রীতদাস} বাহনে চড়ে অগ্রে-পশ্চাতে চার মাইল পর্যন্ত সন্ধান করে একটি ভালো মাছ ক্রয় করে আনে। এরপর সে বাহনের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং সেটিকে গোসল করায়। ইত্যবসরে হযরত উমর (রা.) এসে পড়েন এবং বলেন, চলো। এরপরই তিনি (রা.) বাহনকে দেখে বলেন, তুমি এই ঘাম ধুতে ভুলে গেছ যা তার কানের নীচে রয়েছে। তুমি উমরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য একটি প্রাণীকে কষ্টে ফেলেছ! আল্লাহ্র কসম! উমর তোমার এই মাছ চেখেও দেখবে না। **(কনযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়েল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, রেওয়ায়েত নাম্বারঃ ৩৫৯৬৬, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

একবার গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা হযরত উমর (রা.)'র কাছে ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসে। তাদের মধ্যে আহ্নাফ বিন কায়েসও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) মাথায় পাগড়ী বেঁধে যাকাতের একটি উটকে আলকাতরা প্রভৃতি লাগাচ্ছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, হে আহ্নাফ! কাপড় পাল্টে আস এবং এই উটের যত্নে আমীরুল মু'মিনীনকে সাহায্য কর। এটি যাকাতের উট। এতে এতীম, বিধবা এবং মিসকীনদের অধিকার রয়েছে। **(কনযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৩, কিতাবুল খিলাফাহ্ মা'য়াল এমারাহ্/কিসমুল আফ'আল, হাদীস নংঃ ১৪৩০৩ রেওয়ায়েত নাম্বারঃ ৩৬০০৫, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

এক ইহুদীর সাথে হযরত উমর (রা.)'র কথোপকথন সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তারেক হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন, ইহুদীদের জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের গ্রন্থে একটি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। এটি যদি আমাদের প্রতি, অর্থাৎ ইহুদী জাতির প্রতি অবতীর্ণ হত তবে আমরা সে দিনটিতে ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বলেন, সেটি কোনটি? সে বলে, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (সূরা আল্ মায়েদাঃ ৪) অর্থাৎ, **'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করেছি এবং তোমাদেরকে আমার সকল নিয়ামত দান করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করেছি।'** হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আমার ঐদিনটি এবং ঐ স্থানটির কথাও স্মরণ আছে যেখানে মহানবী (স.)-এর প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন তিনি (সা.) জুমু'আর দিনে আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান ছিলেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব যিয়াদাতুল ঈমানি ওয়া নুকসানুহু, হাদীস নংঃ ৪৫)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, হযরত উমর (রা.)-কে এক ইহুদী বলে, পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত আছে, সেটি যদি আমাদের কিতাবে অবতীর্ণ হতো তবে আমরা সেদিন ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বলেন, সেটি কোন আয়াত? সে উত্তরে বলে, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, সে দিনটিতো আমাদের জন্য দুই ঈদের দিন। অর্থাৎ, জুমু'আর দিন এবং আরাফার দিন। অর্থাৎ, (এই দিনে) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। **(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬)**

কোন কোন বুযূর্গ ব্যক্তি হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যেমন আশ'আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমি ইমাম শা'বীকে একথা বলতে শুনেছি, মানুষকে কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতে দেখলে সে বিষয়ে হযরত উমর (রা.)'র কর্মপন্থা দেখবে, কেননা হযরত উমর (রা.) পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতেন না। **(হুলিয়াল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৪-৩০৫, রেওয়ায়েত নাম্বারঃ ৫৮৪১, ঈমান ছাপাখানা থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ)**

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেন, আমি হযরত কাবিসাহ্ বিন জাবেরকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সাথে ছিলাম। আমি তাঁর চেয়ে অধিক কিতাবুল্লাহ্‌র পাঠক, আল্লাহ্‌র ধর্মের অধিক ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং তাঁর চেয়ে উত্তম এর পঠন-পাঠনকারী কাউকে দেখি নি। **(তারীখে দামেশ্‌কুল্ কবীর লি-ইবনে আসাকির, ১১তম খণ্ড, ২১তম অধ্যায়, পৃঃ ১২৮, দ্বারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরাবী থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ)**

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, তোমরা যদি তোমাদের বৈঠককে সুরভিত করতে চাও তাহলে অধিকহারে হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ কর। **{ইবনে জওযী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ২১৭, মিশরের আল্ আযহার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}**

মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, নিঃসন্দেহে হযরত উমর (রা.)'র যুগে শয়তান শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল, কিন্তু তিনি (রা.) শহীদ হলে শয়তানরা পৃথিবীতে হামলে পড়ে। **{ইবনে জওযী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব (রা.), পৃঃ ২১৭, মিশরের আল্ আযহার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}**

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, (তাঁর মাঝে) কবিসুলভ রুচিবোধ প্রবল ছিল। তিনি নিজে কবিতা বলতেন না, কিন্তু কবিতা শুনতেন, পছন্দ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)'র সাথে একটি সফরে রওয়ানা হই। এক রাতে পথ

অতিক্রম করতে গিয়ে আমি তাঁর নিকটে যাই। তখন তিনি তাঁর পালানের সামনের অংশে চাবুক দিয়ে আঘাত করে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

كذبتم وبيت الله يقتل احمد ولما نطاعن دونه ونناضل

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل

অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহ্‌র ঘর খানা কা'বার শপথ! হযরত আহমদ (সা.) শহীদ হতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁর সুরক্ষায় বর্শা ও তরবারির ঝংকার প্রদর্শন না করি। আমরা তাঁকে ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁর পাশে যুদ্ধ করতে করতে নিহত না হই এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের ভুলে না যাব।

وما حملت من ناقته فوق رحلها ابر واوفى ذمة من محمد

অর্থাৎ, কোন উটনী নিজের পিঠে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে অধিক পুণ্যবান ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী মানুষকে বসায় নি। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত)**

একজন ঐতিহাসিক ডাঃ আলী মুহাম্মদ সালাবী **'সৈয়্যদনা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.), শাখসিয়্যাত অওর কারনামে'** নামক গ্রন্থে কাব্যরস ও কবিতা প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে লিখেন, 'খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে হযরত উমর (রা.)-ই সবচেয়ে বেশি কবিতার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত প্রদানকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কেউ কেউ একথাও লিখেছে যে, তাঁর নিকট এমন বিষয় খুব কমই উত্থাপিত হয়েছে যে সম্পর্কে তিনি কোন পঙ্‌ক্তি শোনান নি। বর্ণনা করা হয়, একবার তিনি (রা.) নতুন কাপড় পরিধান করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। লোকজন তাঁকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। তখন তিনি (রা.) তাদেরকে উপমা দিতে গিয়ে এই পঙ্‌ক্তি শোনান যে,

لم تغن عن هرمزيوم خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا

اين الملوك التى كانت نوافلها من كل اوب اليها راكب يفد

অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় হুরমুযের ধনভাণ্ডার তার কোন কাজে আসে নি এবং আদ জাতি চিরকাল স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে নি। কোথায় সেই বাদশাহ্'রা যাদের ঝরনা ও ঘাটসমূহ দ্বারা চতুর্দিক থেকে আগত কাফেলা পরিতৃপ্ত হত। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়্যাত আওর কারনামে গ্রন্থ (অনূদিত) পৃঃ ৩৩৩, পাকিস্তানের মোজাফ্‌ফরগড়স্থ ফুরকান প্রেস থেকে প্রকাশিত}**

আলী মুহাম্মদ সালাবী লিখেন যে, হযরত উমর (রা.) সেসব কবিতাই পছন্দ করতেন যেগুলোতে ইসলামী জীবনের ঝলক প্রতিভাত হয়, যেগুলো ইসলামী বিশেষত্বের প্রতিফলন ঘটায় আর যেগুলোর অর্থ ও মর্ম ইসলামী শিক্ষা-বিরোধী এবং ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়। তিনি (রা.) মুসলমানদেরকে উৎকৃষ্ট মানের কবিতা মুখস্থ করতে অনুপ্রাণিত করতেন এবং বলতেন, কবিতা শেখো, এগুলোতে সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকে যার সন্ধান করা হয়, অধিকন্তু প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞাও থাকে আর মহান চরিত্রের পানে তা দিক-নির্দেশনা দেয়। কবিতার কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা কেবল এতটুকুই ছিল না, বরং একে হৃদয়ের চাবি এবং মানবদেহে কল্যাণের প্রেরণা সঞ্চারের কারণ মনে করতেন। তিনি (রা.) কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, মানুষের সর্বোত্তম নৈপুণ্য কবিতার কয়েকটি ছত্রের সৃষ্টি, যেগুলোকে সে নিজ প্রয়োজনের সময়

উপস্থাপন করে, সেগুলোর মাধ্যমে দয়ালু এবং উদার ব্যক্তির হৃদয়কে (সে) কোমল করে তোলে এবং নীচ ব্যক্তির হৃদয়কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে।

অজ্ঞতার যুগের পুরোনো কবিদের কবিতাও তিনি গভীর আগ্রহের সাথে মুখস্থ করতেন, কেননা, এর সাথে ঐশী কিতাব বুঝা এবং বুঝানোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, তোমরা তোমাদের কাব্যগ্রন্থ মুখস্থ করে নাও আর উদাসীন থেকো না। শ্রোতারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, অজ্ঞতার যুগের বিভিন্ন কবিতা। সেগুলোতে তোমাদের কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের তফসীর রয়েছে এবং তোমাদের ঐশী গ্রন্থের ব্যাখ্যা (অন্তর্নিহিত) রয়েছে। তাঁর এই উক্তি তাঁর শিষ্য এবং কুরআনের ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস-এর এই উক্তির সাথেও সামঞ্জস্য রাখে যাতে তিনি বলেছেন যে, যদি তুমি কুরআন পড় আর তা অনুধাবন করতে না পার তাহলে এর অর্থ ও মর্ম আরবের কবিতাসমূহে সন্ধান কর, কেননা কাব্যগ্রন্থের ভিত্তি হল, কবিতার প্রতি আকর্ষণ। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়্যাত আওর কারনামে গ্রন্থ (অনূদিত) পৃঃ ৩৩৬, পাকিস্তানের মোজাফ্ফরগড়স্থ ফুরকান প্রেস থেকে প্রকাশিত}**

উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ জীবনীকার আল্লামা শিবলী নো'মানী তার পুস্তক **'আল্ ফারুক'**এ কবিতা বা কাব্যের প্রতি তাঁর রুচিবোধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, কবিতা বলা বা কাব্যের প্রতি মোটের ওপর যদিও হযরত উমর (রা.)'র খ্যাতি স্বল্প আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি কবিতা খুব কমই রচনা করতেন, কিন্তু কবিতার রুচিবোধ তাঁর মাঝে এমন উন্নত মানের ছিল যে, তাঁর জীবনের ইতিহাস থেকে আমরা কোনভাবেই এই ঘটনা বাদ দিতে পারি না। আরবের এক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত কবির কাব্যের বিরাট অংশ তাঁর মুখস্থ ছিল আর সব কবির কাব্য সম্পর্কে তাঁর বিশেষ বিশেষ অভিমত ছিল। সাহিত্যিকরা সাধারণত এই কথা স্বীকার করে যে, তাঁর যুগে হযরত উমর (রা.)'র চেয়ে বড় কোন কবিতা পাঠক ছিল না।

জাহেয তার বই **'আল বয়ান ওয়াত তাবঈন'**-এ লিখেছেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাঁর যুগে কবিতার গভীরতা সবচেয়ে বেশি বুঝতেন। হযরত উমর (রা.)'র সাহিত্যরস এত গভীর ছিল যে, উন্নত কবিতা শুনলে তিনি তা বার বার আগ্রহের সাথে পড়তেন। যদিও খিলাফতের দায়িত্বের কারণে তিনি এসব কাজে জড়িত হতে পারতেন না বা জড়ানোর সুযোগ পেতেন না, তা সত্ত্বেও যেহেতু প্রকৃতিগত রসবোধ ছিল তাই শত-সহস্র পঙক্তি তাঁর মুখস্থ ছিল। সাহিত্য বিশারদরা বলেন যে, তাঁর এত বেশি কবিতা মুখস্থ ছিল যে, যখনই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন অবশ্যই কোন পঙক্তি বা কবিতা পাঠ করতেন। তিনি শুধু সেসব কবিতা বা পঙক্তি পছন্দ করতেন যেগুলোতে আত্মসম্মানবোধ, স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্ভ্রমবোধ, শিক্ষামূলক বিষয়াদি থাকত। এরই ভিত্তিতে সেনাকর্মকর্তা এবং বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষকে কবিতা মুখস্থ করার নির্দেশ দেয়া হোক। যেমন, হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.)-কে তিনি এই নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, মানুষকে কবিতা বা কাব্য মুখস্থ করার নির্দেশ দাও, কেননা তা উন্নত নৈতিক বিষয়াদি এবং সঠিক মতামত আর ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের পথে পরিচালিত করে থাকে। সব জেলায় তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার বাক্যাবলী ছিল এরূপ,

'নিজের সন্তানদের সাঁতার কাটা এবং অশ্বারোহণ করা শেখাও। আর প্রবাদবাক্য এবং উন্নত মানের কবিতা মুখস্থ করাও, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের আগ্রহ সঞ্চার কর। এখানে এ কথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, হযরত উমর (রা.) কবিতা ও কাব্যের অনেক ত্রুটি দূর করেছেন। সে সময় গোটা আরবে যে রীতি প্রচলিত ছিল তা হল, কবিরা ভদ্র মহিলাদের নাম প্রকাশ্যে কবিতায় উল্লেখ করত আর

তাদের প্রতি নিজের প্রেম নিবেদন করত। হযরত উমর (রা.) এই প্রথা দূরীভূত করেন, আর এর কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেন। একইভাবে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখাকে তিনি অপরাধ আখ্যায়িত করেন আর প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গকবি **হুতায়াকে** এই অপরাধে তিনি বন্দী করেন। **(শিবলী নো'মানী প্রণীত আল্ ফারুক গ্রন্থ, পৃঃ ৩৩০-৩৩৬, লাহোরের আল্ হারামাইন ছাপাখানা থেকে ১৪৩১ হিজরীতে প্রকাশিত)**

আল্লামা শিবলী নো'মানী আরও লিখেন যে, সেই যুগের সবচেয়ে বড় কবি ছিল **মুতাম্মাম বিন নুয়ায়রাহ্**, যার ভাইকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগে হযরত খালেদ (রা.) ভুলবশত হত্যা করেছিলেন। এই ঘটনা তাকে এতটা দুঃখভারাক্রান্ত করেছিল যে, সে সবসময় কাঁদতো এবং শোকগাঁথা লিখতো। হযরত উমর (রা.)'র কাছে আসলে তিনি তাকে শোকগাঁথা শোনানোর নির্দেশ দেন। সে কিছু পঙক্তি পাঠ করার পর হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, আমি যদি এমন শোকগাঁথা লিখতে পারতাম তাহলে আমি আমার ভাই যায়েদের শোকগাঁথা লিখতাম। সে বলে, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আমার ভাই আপনার ভাইয়ের মতো মারা যেতো, অর্থাৎ শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করত তাহলে আমি তার জন্য আদৌ শোক করতাম না। হযরত উমর (রা.) সবসময় বলতেন, আর কেউ মুতাম্মামের মতো আমাকে সমবেদনা জানায় নি। **(শিবলী নো'মানী প্রণীত আল্ ফারুক গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪৫, লাহোরের আল্ হারামাইন ছাপাখানা থেকে ১৪৩১ হিজরীতে প্রকাশিত)**

হযরত উমর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত কোন কোন ঘটনা সম্পর্কে মনে করা হয় যে, তা একবারই পূর্ণ হবে, সেগুলো যদি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় বা অন্য কারো মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেমনটি কিনা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'রোমান এবং পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাঁর হাতে রাখা হয়েছে'। এটি জানা কথা যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন। আর তিনি (সা.) রোমান এবং পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডারও দেখেন নি আর চাবিও দেখেন নি। কিন্তু যেহেতু অবধারিত ছিল যে, সেসব চাবি হযরত উমর (রা.) লাভ করবেন তাই হযরত উমর (রা.)'র অস্তিত্ব প্রতিচ্ছায়ারূপে যেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরই সত্তা ছিল, এই কারণে ওহীর জগতে হযরত উমর (রা.)'র হাতকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর হাত আখ্যায়িত করা হয়েছে।" **(আইয়ামুস সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫)**

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, সিদ্দীকে আকবর (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত যুন্নুরাঈন (রা.) আর হযরত আলী মুর্তযা (রা.) সবাই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে আমীন বা বিশ্বস্ত ছিলেন। আবু বকর (রা.), ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন। একইভাবে হযরত উমর ফারুক আর হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহুমা যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে আমীন বা বিশ্বস্ত না হতেন তাহলে আজ কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন হতো যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছিল।" **(মকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১, পত্র নংঃ ২, হযরত খান সাহেব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের নামে লেখা পত্র, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)**

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমাকে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে খিলাফত সম্পর্কে সুনিশ্চিত শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর গবেষকদের ন্যায় আমি এই বিষয়ের গভীরে অবগাহন করেছি আর আমার প্রভু আমার কাছে এটি প্রকাশ করেছেন যে, **সিদ্দীক ও ফারুক এবং উসমান (রা.) পুণ্যবান এবং মু'মিন ছিলেন**। আর সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মনোনীত করেছেন আর যারা রহমান খোদার বিশেষ দানে ধন্য হয়েছেন। আর অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী তাদের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের (অনুকূলে) সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা মহাসম্মানিত খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, প্রত্যেক রণক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবেশ করেছেন আর গ্রীষ্মের

দুপুরের দাবদাহ এবং শীতের রাতের ঠাণ্ডার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি, বরং সদ্য যৌবনে উপনীত যুবকের ন্যায় ধর্মের পথে অগ্রগামী হয়েছেন, আর স্বজন-বিজনের প্রতি আকৃষ্ট হন নি এবং মহা সম্মানিত খোদার খাতিরে সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের আমলে সৌরভ ও তাঁদের কর্মে সুগন্ধি রয়েছে, আর এই সবকিছু তাঁদের পদমর্যাদার বাগান এবং তাঁদের পুণ্যের উদ্যানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে আর তাঁদের প্রভাত সমীরণ স্বীয় সুরভিত বাতাসের ঝাপটায় তাঁদের রহস্যাবলীর সন্ধান প্রদান করে। আর তাঁদের জ্যোতি স্বীয় পূর্ণ দীপ্তির সাথে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। অতএব, তুমি তাদের সৌরভের মাধ্যমে তাঁদের পদমর্যাদার ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে অবগত হও আর তড়িঘড়ি করে কুধারণার অনুবর্তী হয়ো না এবং কোন কোন রেওয়ায়েতের ওপর ভরসা করো না, কেননা, সেগুলোতে মারাত্মক বিষ এবং অনেক বাড়াবাড়ি রয়েছে। আর সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এসব রেওয়ায়েতের অনেকগুলোই ধ্বংসাত্মক ঝড় এবং বৃষ্টির ভ্রম সৃষ্টিকারী বিদ্যুৎ চমকের ন্যায়। অতএব, আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর আর এসব (রেওয়ায়েতের) অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। **(সির্‌রুল খিলাফাহ্'র উর্দূ অনুবাদ, পৃঃ ২৫-২৬)**

তিনি (আ.) আরও বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা শায়খাইন অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)-কে আর তৃতীয়ত যিনি যুন্নুরাইন, তাঁদের প্রত্যেককে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাহিনীর অগ্রসেনা বানিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে এবং তাঁদের (সত্যতার) স্পষ্ট প্রমাণকে তুচ্ছজ্ঞান করে আর তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করে না, বরং তাঁদের অসম্মান করে এবং তাঁদের নামে অপলাপ করতে ব্যগ্র থাকে এবং বাজে কথা বলে, এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম এবং ঈমান নষ্ট হওয়ার বিষয়ে আমার আশঙ্কা রয়েছে। আর যারা তাঁদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁদের প্রতি অভিসম্পাত করেছে এবং অপবাদ আরোপ করেছে, হৃদয়ের কঠোরতা এবং রহমান খোদার ক্রোধ তাদের পরিণতি হয়েছে। আমার পুনঃ পুনঃ যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আর স্পষ্টভাবে যা আমি প্রকাশও করেছি তা হল, এসব পুণ্যবানের প্রতি ক্রোধ এবং বিদ্বেষ পোষণ করা (মূলত) কল্যাণের উৎস খোদার সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কহীনতার কারণ। আর যে-ই তাঁদের প্রতি শত্রুতা করেছে এমন ব্যক্তির জন্য রহমত এবং দয়ার সব পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। আর জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার তার জন্য খোলা হয় না। আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে জাগতিক ভোগবিলাসের মাঝে ছেড়ে দেন এবং জাগতিক কামনা-বাসনার গহ্বরে ঠেলে দেন আর তাকে নিজের দরবার থেকে প্রত্যাখ্যাত এবং বঞ্চিত করে দেন।

তাদেরকে, অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনকে সেভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে যেভাবে নবীদের কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং তাঁদেরকে সেভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে যেভাবে প্রত্যাদিষ্টদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। এভাবে তাঁরা যে রসূলদের উত্তরাধিকারী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়ে গেছে আর কিয়ামত দিবসে তাঁদের পুরস্কার বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের ইমামদের মতো অবধারিত হয়ে যায়, কেননা মু'মিনকে যখন কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও অভিসম্পাত করা হয় আর কাফির আখ্যা দেয়া হয় এবং অকারণে তাকে ব্যঙ্গ করা হয় আর তার নামে আজেবাজে কথা বলা হয় তখন সে নবীদের সদৃশ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের মতো হয়ে যায়। অতঃপর তাঁকে প্রতিদান দেয়া হয় যেমনটি নবীদের প্রতিদান দেয়া হয়ে থাকে আর সে প্রত্যাদিষ্টদের ন্যায় পুরস্কার লাভ করে। তাঁরা নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের আনুগত্যে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর মহাসম্মানিত খোদা যেভাবে তাঁদের প্রশংসা করেছেন (সে অনুসারে) তাঁরা অসাধারণ এক উম্মত ছিলেন। আর তিনি

স্বয়ং তাঁদেরকে সেভাবে সমর্থন করেছেন যেভাবে নিজের সব মনোনীত বান্দাদের তিনি সমর্থন ও সাহায্য করেন। সত্যিকার অর্থে তাঁদের নিষ্ঠার জ্যোতি ও তাঁদের পবিত্রতার লক্ষণাবলী পূর্ণ দীপ্তির সাথে প্রকাশ পেয়েছে। আর এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁরা সত্যবাদী ছিলেন আর আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন আর তিনি তাঁদেরকে সেসব কিছু দিয়েছেন যা এই বিশ্বজগতে অন্য কাউকে দেয়া হয় নি।" **(সির্‌রুল খিলাফাহ্'র উর্দূ অনুবাদ, পৃঃ ২৮-৩০)**

শিয়াদের একটি বক্তব্য খণ্ডণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, "শিয়াদের মাঝে যারা মনে করে যে, (আবু বকর) সিদ্দীক (রা.) বা (উমর) ফারুক (রা.), (আলী) মুর্তযা (রা.) বা (ফতেমাতুয্) যাহরা-র অধিকার হরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি অন্যায় করেছেন, এমন ব্যক্তি ন্যায় পরিত্যাগ করে অন্যায়কে ভালোবেসেছে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের পন্থা অবলম্বন করেছে। নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের খাতিরে প্রিয় মাতৃভূমি, বন্ধুবান্ধব এবং ধনসম্পদ পরিত্যাগ করেছেন আর যাঁদেকে কাফিরদের পক্ষ থেকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যাঁরা দুষ্কৃতিপরায়ণদের হস্তক্ষেপে বাড়ি ছাড়া হয়েছেন তবুও তাঁরা উত্তম ও পুণ্যবান লোকদের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করেছেন, তাঁরা খলীফা মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঘরবাড়ি সোনা-রুপা দিয়ে ভর্তি করেন নি এবং নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে সোনা ও রুপার উত্তরাধিকারী বানান নি বরং যা-কিছু অর্জিত হয়েছে, তা বায়তুল মালে সমর্পণ করেছেন আর বস্তুপূজারী ও পথভ্রষ্টদের ন্যায় তাঁরা পুত্রদেরকে নিজের খলীফা মনোনীত করেন নি। তাঁরা এ পৃথিবীতে দারিদ্র ও দীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছেন আর তাঁরা আমীর এবং ধনীদের ন্যায় ভোগবিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে যান নি। তাঁদের বিষয়ে এমন ধারণা করা যেতে পারে কি যে, তাঁরা অন্যায়ভাবে মানুষের ধনসম্পদ হস্তগতকারী ছিলেন আর অধিকার হরণ করেছেন, লুটতরাজ করেছেন এবং রাহাজানীর প্রতি তাঁদের ঝোঁক ছিল? তাঁদের ওপর বিশ্বের গর্ব রসূল (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্যের এ প্রভাবই ছিল! অথচ সমস্ত জগতের প্রভু আল্লাহ্, তাদের গুণকীর্তন করেছেন।

প্রকৃত বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের আত্মাকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁদের হৃদয়কে পবিত্রতা দান করেছেন, তাঁদের সত্তাকে আলোকিত করেছেন এবং ভবিষ্যৎ পবিত্রাত্মাদের অগ্রজ বানিয়েছেন। তাঁদের সাথে অন্যায়ের কোন সংশ্রব দেখানো দূরে থাক, আমরা এমন কোন বিষয়ের ক্ষীণ সম্ভাবনাও দেখি না বা আমরা ঘুণাক্ষরেও এমন কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যা তাঁদের রুগ্ন মন-মানসিকতা বা তাঁদের সামান্যতম পাপের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে। আল্লাহ্‌র শপথ! তাঁরা ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিলেন। এক উপত্যকা পরিমান অবৈধ সম্পদও যদি তাঁদেরকে দেয়া হত, তাঁরা তাতে থু থুও ফেলতেন না। পর্বতসম বা পৃথিবীসম স্বর্ণও যদি থাকত তবুও তাঁরা কামনা-বাসনার পূজারীদের ন্যায় এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন না। কোন বৈধ সম্পদ পেলে তাঁরা তা মহা প্রতাপের অধিকারী আল্লাহ্‌র পথে ধর্মীয় কাজে ব্যয় করতেন। অতএব, আমরা কী করে ভাবতে পারি, তাঁরা নবীজীর কলিজার টুকরো (ফাতেমাতুয্) যাহরা (রা.)-কে কয়েকটি গাছের জন্য অসন্তুষ্ট করতে ও নবী-কন্যাকে দুষ্কৃতকারীদের মত কষ্ট দিয়েছেন? সত্য কথা হল, সাধুজনরা সদিচ্ছা রাখেন, তাঁরা সত্যের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁদের ওপর খোদার পক্ষ থেকে অনেক কল্যাণ বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা খোদাভীরুদের হৃদয়ের গোপন চিত্র সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" **(সির্‌রুল খিলাফাহ্'র উর্দূ অনুবাদ, পৃঃ ৩৭-৩৯)**

এরপর তিনি (আ.) বলেন,

'সত্য কথা হল, (হযরত আবু বকর) সিদ্দীক (রা.) ও (উমর) ফারুক (রা.) উভয়েই জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি করেন নি। তাঁরা তাক্ওয়ার পথকে নিজেদের মূলমন্ত্র আর ন্যায়-নীতিকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করতেন আর রহস্যের মূল উদ্ঘাটনের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু থাকতেন। জাগতিক কামনাবাসনা চরিতার্থ করা কখনও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরা নিজেদের জীবনকে খোদার আনুগত্যের জন্য নিবেদিত করে রেখেছিলেন। প্রভূত কল্যাণ ও মহানবী (সা.)-এর ধর্মের সাহায্যকারী হিসেবে শায়খাইন [তথা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)]'র মত অন্য কাউকে আমি দেখতে পাই নি। মানবকূল-সূর্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরা চন্দ্রের তুলনায় বেশি গতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা তাঁর (সা.) ভালোবাসায় বিলীন ছিলেন এবং সত্য ও সঠিক পথকে লাভ করার বাসনায় সব কষ্টকে সুমিষ্ট জ্ঞান করেছেন। তাঁরা অনন্য ও অদ্বিতীয় নবীর জন্য সব লাঞ্ছনাকে সানন্দে বরণ করেছেন। আর কাফির বাহিনী ও সত্যবিরোধী শত্রুসেনার মোকাবিলায় তাঁরা সিংহের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এর ফলে এক পর্যায়ে ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে আর বিরোধী বাহিনী পরাজিত হয়েছে, শির্ক বা খোদার অংশীবাদিতা দুর্বল হতে হতে নির্মূল হয়ে গেছে এবং মুসলমান ও ইসলামের সূর্য ঝলমল করে উঠেছে। বহুমুখী ও প্রশংসনীয় ধর্মসেবা এবং মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শনের পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ ছিল তাঁদের জীবনের শুভ পরিণতি। এটি আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ যে বিষয়ে মুত্তকীরা অনবহিত নন। নিঃসন্দেহে ফযল বা অনুগ্রহ খোদার হাতে, তিনি যাকে চান- তা দান করেন। পুরো নিষ্ঠার সাথে তাঁর আঁচল যে আঁকড়ে ধরে, গোটা জগত তাঁর বিরোধিতা করলেও আল্লাহ্ তাঁকে কক্ষনো বিফল মনোরথ হতে দেন না। আর আল্লাহ্ অন্বেষী কোন ক্ষতি এবং সংকীর্ণতার মুখোমুখি হয় না এবং আল্লাহ্ সত্যবাদীদের কখনও অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় পরিত্যাগ করেন না।

আল্লাহু আকবর। তাঁদের [তথা আবু বকর এবং উমর (রা.)'র] অপ্রকাশিত জীবনের চিত্র এবং তাঁদের সততা ও নিষ্ঠা কত মহান! তাঁরা এমন এক (বরকতমণ্ডিত) সমাধিস্থলে সমাহিত হয়েছেন যে, মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-ও যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা উভয়ে শত ঈর্ষায় সেখানে সমাধিস্থ হবার বাসনা পোষণ করতেন। কিন্তু এ পদমর্যাদা শুধু আকাঙ্খা করলেই লাভ করা যায় না বা চাইলেই দেয়া হয় না বরং তা সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে এক চিরস্থায়ী রহমত। এ রহমত শুধু তাঁদেরই লাভ হয় যাঁদের ওপর থাকে (খোদার) সুদৃষ্টি এবং (এরাই এমন মানুষ) যাঁদেরকে অবশেষে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের চাদর আপাদমস্তক আবৃত করে নেয়।" **(সির্‌রুল খিলাফাহ্'র উর্দূ অনুবাদ, পৃঃ ৭৭-৭৯)**

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন,

"মহানবী (সা.)-এর পর ইসলামের যে উন্নতি-ই সাধিত হয়েছে, তা **আসহাবে সালাসাহ্** তথা এই তিনজন সাহাবীর মাধ্যমেই হয়েছে। হযরত উমর (রা.) যা কিছু করেছেন, যদিও তা কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখার মত নয়, কিন্তু তাঁর কার্যক্রম কোনভাবেই সিদ্দীকে আকবর {তথা সবচেয়ে বড় সত্যবাদী হযরত আবু বকর (রা.)}'র কর্মকে ছোট করে দেখাতে পারবে না, কেননা সফলতার মূল ভিত্তি হযরত আবু বকর (রা.)-ই রেখেছিলেন এবং বিশাল বড় যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল, তিনিই তা নির্মূল করেছিলেন। সেই সময় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হযরত আবু বকর (রা.)-কে হতে হয়েছে, তা হযরত উমর (রা.)-কে কখনোই হতে হয় নি। অতএব, হযরত

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পথ সুগম করে দিয়েছেন, আর সেই পথ ধরে হযরত উমর (রা.) বিজয়ের পর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন।" **(মলফূযাত, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃঃ ৪১৪-৪১৫)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে মহানবী (সা.) এবং শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)'র প্রতি যে ভালোবাসা ও সম্মান ছিল এ সম্পর্কে হযরত মৌলবী আবদুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব (রা.) লিখেন, একদা এক বন্ধু যিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেমে বিভোর ছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আমরা কি আপনাকে শায়খাইন অর্থাৎ, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র থেকে মর্যাদার দিক থেকে উত্তম এবং মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার নিকটবর্তী মর্যাদার অধিকারী মনে করবো না? হযরত মসীহ্ মওউদ এর বিনয় ও সততা দেখুন! একথা শুনে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং আপাদমস্তকে এক চরম অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা ছেয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, **আমি মহাপ্রতাপান্বিত ও অতীব পবিত্র আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, এই মুহূর্তটি হুযূর আকদাস (আ.)-এর প্রতি আমার ঈমান আরও দৃঢ় করে দিয়েছে**। তিনি (আ.) এরপর বিরতিহীন ৬ ঘন্টা একটি পরিপূর্ণ বক্তৃতা দেন। (তিনি) বক্তৃতা আরম্ভ করার সময় আমি ঘড়ি দেখেছিলাম এবং যখন তিনি (আ.) বক্তৃতা শেষ করেন, তখন তাকিয়ে দেখি কাঁটায় কাঁটায় ৬ ঘন্টা তিনি (আ.) বক্তৃতা দিয়েছেন। এক মিনিটও এদিক সেদিক হয় নি। এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি বিষয় বর্ণনা করা এবং বিরতিহীনভাবে বক্তৃতা দেওয়া একটি অলৌকিক বিষয়ই বটে। পুরো বক্তৃতায় তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং একজন ভৃত্য ও আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে মহানবী (সা.) এবং জনাব শায়খাইন আলাইহিমুস সালাম {তথা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)}'র গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং বলেন, "আমার জন্য এ গর্ব-ই যথেষ্ট যে, আমি তাদের স্তুতিগান গাই এবং আমি তাঁদের পদধূলি তুল্য। **আল্লাহ্ তা'লা কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন কিয়মাত পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তি তা লাভ করতে পারবে না**। মহানবী (সা.) আবার পৃথিবীতে কবে আগমন করবেন যে, কেউ তাঁর সেসব সেবা করার সম্মান পাবে যা শায়খাইন আলাইহিমুস সালাম {তথা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)} পেয়েছিলেন।" **(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৬)**

হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ হচ্ছে অর্থাৎ আজকের খুতবায়। ইনশাআল্লাহ্ আগামীকে যদি আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)